## ৪.২ মাজদার তৈরীতে যখন "আন" أَنْ এবং "মা" ما ব্যবহৃত হয় أَنْ و ما مَصْدَرِيَّة

সার্ফ এর মৌলিক বিষয়গুলো বোঝা গেলে এই ধারণাটি বোঝা সহজ হবে। এটি মাজদার সংক্রান্ত একটি ব্যাকরণিক অতি সূক্ষ্ম তারতম্য । স্মরণ করুন যে মাজদার একটি ধারণাকে উপস্থাপন করে। উদাহরণ সরূপ, "লেখার কাজ" অথবা "সমর্পন"।

ইংরেজীতে একজন বলতে পারে : "I like **to submit**" অথবা "I like **submission**"। লক্ষ্য করুন "**to submit**" এবং "**submission**" একই কথা নির্দেশ করে : "The idea of submitting"। ফলে এই দুইটি ফ্রেইজ একটি মাজদারকে উপস্থাপন করে।

এবার দ্বিতীয় উদহারণটি দেখি: "I like **to eat**" এবং "I like **eating**" যদিও "**eating**" ফ্রেইজটি মনে হয় বর্তমানকাল, প্রকৃতপক্ষে এটি "The act of eating " কে উপস্থাপন করে।

আরবীতেও একই বিষয়টি প্রযোজ্য: আমরা বলতে পারি:

أُحِبُّ الإِسْلامَ (I like **Islam**) অথবা أُحِبُّ أَنْ أُسْلِمَ ( I like **to submit**)

أُحِبُّ الأَكْلَ (I like **eating**) অথবা أُحِبُّ أَنْ آكُلَ ( I like **to eat**)

উপরের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যটি সরাসরি অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, কারণ সেখানে সরাসরি মাজদার গুলো **الإسلام** এবং **الأكل** ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যগুলোতে মাজদার "to submit" এবং "to eat" ফ্রেইজ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এগুলো সরাসরি ইংরেজীতে থেকে আরবীতে অনুবাদ করা যায়। স্মরণ করুণ أَنْ অর্থ To , এবং এটি অনাতীতকালকে হালকা **منصوب** করে দেয়। এখন আমরা শিখছি যে أَنْ আরেকটি কাজ করে থাকে: এটি'র ফি'লকে মাজদার এর জায়গায় ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এর ফলে এই أَنْ কে বলা হয় **أن مصدرية** ।

এখন ব্যাকরণগতভাবে أَنْ শব্দটি এবং এর পরের ফি'লটিকে একত্রে একটি ইসম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এখন কুরআন থেকে একটি উদহারণ দেখা যাক:

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ২:১৮৪ আর যদি তোমরা সিয়াম রাখো তবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম, -- যদি তোমরা জানতে।

উপরের আয়াতে যেটা অন্তর্নিহিত তা হলো " এবং (সিয়াম এর কাজটি) তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে"। ব্যাকরণগতভাবে এটিও বলা যেতে পারে যে, **والصومُ خير لكم** । পরবর্তী যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন হলো: সাধারণ মাজদার ব্যবহারের বিপরীতে **أن مصدرية** ব্যবহারের বিশেষত্ব কি ?

উত্তর হলো: **أن مصدلرية** এর মধ্যে একটি কর্তা অন্তর্নিহিত রয়েছে যা সাধারণ মাজদার এর মধ্যে নেই। এর ফলে অন্তর্নিহিত অর্থ হলো: "এবং যে তোমরা সিয়াম রাখো সেটা উত্তম তোমাদের জন্য।"

أَنْ এর মতো একই ভাবে **ما** ও মাজদার তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদহারণ সরূপ:

مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ২:১০৯ [এমন কি ] তাদের কাছে সত্য পরিস্কার হবার পরেও।

উপরের উদহারণে **ما تبين لهم الحق** ফ্রেইজটি ব্যাকরণগতভাবে বলা যেতে পারে **مِنْ بَعدِ تَبيِيْنَ الحَقِّ لَهُمْ** । অতএব ব্যাকরণগতভাবে **مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ** ফ্রেইজটি **تَبيِيْنَ** মাজদার এর স্থানটি দখল করছে যা **بَعْدِ** এর মুদাফ ইলাহি **مضاف إليه** । অতএব, যখন ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করা হয় তখন আমরা বলতে পারি:

**بعد : مضاف**

**ما ...الحق: بِتَأْوِيْلِ مصدرٍ** (মাজদার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে) **في محل جر مضاف إليه**

**ما : مصدرية**

**تبين لهم الحق : جملة فعلية , صلة "ما" المصدرية** (অর্থাৎ "মা" মাজদারিয়াহ'র সাথে সংযুক্ত)

কুরআন থেকে আরো কিছু **أَنْ** এবং **ما** মাজদার এর উদহারণ লক্ষ্য করি:

**لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ** ৩৮:২৬ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি কেননা তারা ভুলে গিয়েছিল হিসেব-নিকেশের দিনের কথা।'' উহ্য অর্থ : **بنسيانهم يومَ الحساب**

**وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا** ১৯:৩১ আর তিনি আমার প্রতি বিধান দিয়েছেন নামায পড়তে ও যাকাত দিতে যতদিন আমি জীবিত অবস্থায় অবস্থান করি । উহ্য অর্থ : **مدّةَ دوامي حيا**

**إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا** ৩৩:৭২ নিঃসন্দেহ আমরা আমানত অর্পণ করেছিলাম মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও পর্বতমালার উপরে, এবং তারা এটি বহন করতে অস্বীকার করেছিল। উহ্য অর্থ: **حملَها**

## অনুশীলনী:

নিচের উদহারণগুলোতে "আন" এবং "মা" মাজদার গুলো'র নীচে দাগ দেই এবং তাদের স্ট্যাটাসগুলো কি এবং কেন নির্ণয় করি। একটি উদহারণ করে দেয়া হলো:

**أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم** ۚ ৩৬:৮১

উত্তর: **أن يخلق مثلهم** এর স্ট্যাটাস হলো **مجرور , على** এর কারণে।

**وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا** ২:১৮৯

**وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ** ৩:১৯

**وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ** ৯৮:৪